

# দানয়িলেরে পুস্তক - সংখ্যা একশো তপিপান্ন

উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যসমূহের আধ্যাত্মিক প্রতীকবাদ: বাইবেলীয় মন্দরিসমূহ ও মানব প্রকৃতির মধ্য দিয়ে এক যাত্রা

Jeff Pippenger  
2024-03-23

উত্তর রাজ্য মানবজাতির মন্দরিতে অধঃস্থ প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করত; কলসিয়ার মন্দরিতে তা দহেরে প্রতিনিধিত্ব করত; আর খ্রিষ্টেরে মন্দরিতে তা মানব-মাংসেরে প্রতিনিধিত্ব করত। খ্রিষ্ট প্রত্যেকে মন্দরি নির্মাণ করছেন, এবং তিনিই প্রতটি ভিত্তিপ্ৰস্তর স্থাপন করছেন; আর মলিারবাদী মন্দরিতে প্রথম প্রস্তর ছিল 'সাত গুণ' মতবাদ, যা ইযকেয়িলেরে দুই দণ্ড দ্বারা প্রতীকায়তি। ১৮৬৩ সালের বদিরোহে লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিবাদ তাদের ভাববাদী 'কোণেশলি' প্রত্যাখ্যান করছিল, এবং এমন ঘটনাই পার্থবি মন্দরি নির্মাণেও সংঘটিত হয়েছিল। যে প্রস্তরকে প্রত্যাখ্যাত করা হয়েছিল, মন্দরি নির্মাণেরে সমাপ্তিতে সেটাই নির্বাচিত হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারণিত ছিল, যদুি সমগ্র নির্মাণকাল জুড়ে সেটাই হোঁচটেরে প্রস্তর হয়ে ছিল। তথাপি ভাববাদী বাক্য নির্দেশ করে যে সেই প্রত্যাখ্যাত হোঁচটেরে প্রস্তর অবশেষে কোণেরে শরিশলি হবে।

'seven times'-এর দণ্ড, যা দক্ষিণ রাজ্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, উত্তরেরে রাজ্যেরে প্রকেষতি 'মাথা' হিসেবে গণ্য। এটি 'মাথা', কারণ দক্ষিণ রাজ্যেই ঈশ্বর যরিশালমেকেরে তাঁর নগরী হিসেবে চিহ্নিত করত বছে নিযেছিলেন, যখনে তিনি তাঁর পবতিরস্থান ও তাঁর নাম স্থাপন করছিলেন। ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত দুই দণ্ড একত্রিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, 'মাথা' ছিল নচিতেরে, অর্থাৎ দক্ষিণ রাজ্য। ১৮৪৪ সালে, যখন যোহনকে উত্তরেরে রাজ্যটি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, কারণ তা অজাতীয়দের হাতে দেওয়া হয়েছিল, তখন দক্ষিণ রাজ্যটিকে একটি জাত হিসেবে একা দাঁড়িয়ে থাকা এক পতাকার মতো রাখা হয়েছিল, অথবা অন্তত সেটাই ছিল পরকল্পনা। সেই পরকল্পনা ১৮৬৩ সালের বদিরোহে ব্যাহত হয়েছিল, এবং আধুনিক ইস্রায়লেরে প্রথম 'কাদশে বদিরোহ' দ্বারা।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, প্রভু তাঁর লাওদকীয় মণ্ডলীকে ১৮৬৩-তে, ১৮৮৮-তে, ১৯১৯-তে, এবং ১৯৫৭ সালে 'কাদশে দ্বিতীয় বদিরোহ'-এ পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু সেই বদিরোহেরেই প্রকেষাপটে এখন পূর্ণ হচ্ছে সেই প্রতজিঞা যে, প্রত্যাখ্যাত পাথরটি কোণেরে শরিতে পরণিত হচ্ছে। এটি পূর্ণ হচ্ছে তাঁদের মধ্য, যাঁদের 'এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার' বলে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে—যাঁদের মধ্য খ্রিষ্ট চরিকাল দবিষত্ব ও মানবত্বেরে সম্মিলন সাধন করেন।

পৌল নম্নতর প্রকৃতিকে মাংস এবং উচ্চতর প্রকৃতিকে মন হিসেবে অভিত্তি করছিলেন। তিনি দিহেকেরে (নম্নতর প্রকৃতি) মৃত্যু হিসেবে অভিত্তি করছিলেন।

কারণ আমরা জানি যে ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক; কিন্তু আমরা শরীরসুলভ, পাপেরে অধীনে বক্রিত। আমরা যা করি, তা আমরা বুঝি না; কারণ আমরা যা ইচ্ছা করি, তা করি না; বরং যা আমরা ঘৃণা করি, তাই করি। অতএব যদি আমরা যা চাই না, তাই করি, তবে আমরা স্বীকার করি যে ব্যবস্থা ভালো। সুতরাং, এখন আর আমরা তা করি না, বরং আমার মধ্য যে পাপ বাস করে, তা-ই করে। কারণ আমরা জানি, আমার মধ্য—অর্থাৎ আমার শরীরে—কোনও ভালো

জনিসি বাস করবে না; কারণ ভালো করতে চাওয়া আমার আছে, কিন্তু ভালোটা কীভাবে সম্পন্ন করব, তা আমি পাই না। কারণ আমি যি ভলো করতে চাই, তা করি না; বরং যি মন্দ করতে চাই না, তাই করি আর যদি আমি যা চাই না, তাই করি, তবে আর আমি তা করি না, বরং আমার মধ্যে যি পাপ বাস করে, তা-ই করে। সুতরাং আমি এমন একটা বিধি পাই, যি আমি যখন ভালো করতে চাই, তখন মন্দ আমার সঙ্গে উপস্থিতি থাকে। কারণ অন্তরে মানুষ অনুযায়ী আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আনন্দ পাই; কিন্তু আমার অঙ্গসমূহে আমি আরকেটা বিধি দেখি, যা আমার মনের বিধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমার অঙ্গসমূহে থাকা পাপের বিধির কাছের আমাকে বন্দী করে আনছে। হায়, আমি কী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ! এই মৃত্যুর দহে থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে? রোমীয় ৭:১৪-২৪.

পল জানতেন যে তাঁর "মাংসে" "কোনো ভাল জনিসি" বাস করবে না। উত্তরাধিকারসূত্রের প্রাপ্ত এবং চর্চার মাধ্যমে গড়ে ওঠা—এই দুই ধরনের প্রবণতাই তাঁর মাংসে (তাঁর দহে) ছিল, এবং সেগুলো কেবল তাঁকে পাপে টেনে নিয়ে যেতে। সেই প্রবণতাগুলো পাপের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করত; কিন্তু পল চয়েছিলেন ঈশ্বরের আইন মানতে, পাপের আইন নয়। ঈশ্বরের আইনকে পল চহ্নিত্ব করছিলেন তাঁর "মনের আইন" (তাঁর উচ্চতর স্বভাব) হিসেবে। তাঁর আকুত ছিল, "এই মৃত্যুর দহে থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে?" অবশ্যই, পল জানতেন যে উদ্ধার আনবেন ঈশ্বরই, তবে তিনি এটাও জানতেন যে এই উদ্ধারের কাজে তাঁর অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

অতএব, হে আমার প্রিয়জনরো, যমেন তোমরা সর্বদা অনুগত ছিলা—কেবল আমার উপস্থিতিতে নয়, বরং এখন আমার অনুপস্থিতিতে আরও বেশি করে—ভয় ও কম্প সহকারে নিজদের পরিত্রাণ সাধন করো। কারণ ঈশ্বরই তোমাদের মধ্যে কাজ করছেন, যাতে তোমরা তাঁর সদচ্ছা অনুসারে ইচ্ছা কর এবং কাজ কর। ফিলিপীয় ২:১২, ১৩।

মৃত্যুর দহে হইতে উদ্ধার ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বারা ই সম্পন্ন হইয়াছিল, যাহা মানবীয় শক্তির সহিত সংযুক্ত ছিল; এবং মানুষের জন্ম যীশু এইটাই উদাহরণরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। দহের নম্ন প্রকৃতিতে পাপের বিধি সক্রিয়রূপে ক্রিয়াশীল থাকিলেও, যীশু নিজের ইচ্ছাকে পতির ইচ্ছার অধীন আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার নম্ন প্রকৃতিতে ঈশ্বরের বিধির বশে রাখিয়াছিলেন। পৌল নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি উদ্ধার পাইতে পারতেন। এরূপ করিতে গিয়া তিনি নিজ পরিত্রাণ সর্দি করিতেছিলেন, এবং আমাদের জীবন হইতে পাপ নর্মূল করবার কার্য সম্বন্ধে যখন সর্দিটার হোয়াইট কথা বলেন, তখন তিনি ইহাই বোঝান।

প্রত্যেকে আত্মা যে নিজেকে ঈশ্বরের কাছের সমর্পণ করতে অস্বীকার করে, সে অন্য এক শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। সে নিজের নয়। সে স্বাধীনতার কথা বলতে পারে, কিন্তু সে চরম দাসত্বে আবদ্ধ। তার মন শয়তানের নিয়ন্ত্রণে থাকায়, সে সত্যের সৌন্দর্য দেখতে পায় না। সে যখন নিজেকে বোঝায় যে সে নিজের বিচারবুদ্ধির নির্দেশে মনে চলছে, তখন সে অন্ধকারের রাজপুত্রের ইচ্ছাই মানছে। খ্রিস্ট এসেছিলেন আত্মার উপর থেকে পাপ-দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে দিতে। 'অতএব পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তবে তোমরা সত্যই মুক্ত হবে।' 'খ্রিস্ট যীশুতে জীবনদায়ী আত্মার বিধি' আমাদেরকে 'পাপ ও মৃত্যুর বিধি থেকে মুক্ত' করে। রোমীয় ৮:২।

মুক্তির কাজে কোনো জবরদস্তি নাই। কোনো বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয় না। ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে মানুষকে কাকে সে সেবা করবে তা বছে নতি স্বাধীন রাখা হয়। আত্মা যখন খ্রিস্টের কাছের আত্মসমর্পণ করে যে পরবর্তন ঘটে, তাকে স্বাধীনতার

সর্বোচ্চ অনুভূত থাকে। পাপের বহিষ্কার আত্মার নিজেরই কাজ। সত্য, শয়তানের আধিপত্য থেকে নিজের মুক্ত করার ক্ষমতা আমাদের নই; কন্িতু যখন আমরা পাপ থেকে মুক্তি কামনা করি এবং আমাদের গভীর প্রয়োজনরে সময় আমাদের বাইরে ও উর্ধ্বে থাকা এক শক্তরি জন্ম আকুলভাবে ডাক দই, তখন আত্মার শক্তগিলো পবতির আত্মার ঐশ্বরিকি শক্ততি পরপূরণ হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বররে ইচ্ছা পূরণ করতে আমাদের ইচ্ছার নরিদশে মান্ম করো।

যে শরতে মানুশরে স্বাধীনতা সম্ভব, তা একটই: খ্রিস্টরে সঙগে এক হওয়া। 'সত্য তোমাদের মুক্ত করবে; আর খ্রিস্টই সত্য। পাপ কেবল মনকে দুর্বল করে এবং আত্মার স্বাধীনতা ধ্বংস করেই বজি়ী হতে পারে। ঈশ্বররে অধীন হওয়া মান্নে নিজ সত্তায় পুনঃস্থাপন—মানুশরে প্রকৃত মহিমা ও মর্যাদায়। যে ঐশ্বরিকি আইনরে অধীনে আমাদের আনা হয়েছে, সেটই 'স্বাধীনতার আইন'। যাকোব ২:১২। The Desire of Ages, 466.

পৌল আরতনাদ করে বললনে, "হায়, দুর্দশাগরসত মানুশ যে আমি! এই মৃত্যুর দহে থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে?" সিস্টার হোয়াইট বলছেন, "যখন আমরা পাপ থেকে মুক্ত হতে আকাঙ্ক্ষা করি এবং আমাদের মহা প্রয়োজনে নিজেরে বাহরি ও আমাদের উর্ধ্বে থাকা এক শক্তরি জন্ম আরতনাদ করি, তখন আত্মার শক্তগিলো পবতির আত্মার ঐশ্বরিকি শক্ততি পরপূরণ হয়, এবং তারা ঈশ্বররে ইচ্ছা পূরণে ইচ্ছার নরিদশে মান্ম করো।" আমাদের ইচ্ছাশক্তরি প্রয়োগরে মাধ্যমে, যখন আমরা আমাদের মানবত্বকে খ্রিস্টরে ঈশ্বরত্বরে সাথে যুক্ত করি, তখন আমরা আমাদের নিজস্ব "আত্মা" থেকে পাপ অপসারণরে "কর্ম" সম্পন্ন করি।

কন্িতু আমাদের "যা বোঝা দরকার, তা হলো ইচ্ছাশক্তরি প্রকৃত বল।" ইচ্ছাশক্তহিলো "মানব প্রকৃতির শাসক শক্তি, সিদ্ধান্ত বা পছন্দরে ক্ষমতা। সবকছি নরিভর করে ইচ্ছাশক্তরি সঠিকি প্রয়োগরে ওপর। নরিবাচন করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুশকে দি়ছেন; তা প্রয়োগ করার অধিকার তাদরেই। তুমি তোমার হৃদয় বদলাতে পার না; নিজরে চেষ্টায় তোমার হৃদয়রে অনুরাগ ঈশ্বরকে দিতে পার না; কন্িতু তুমি তাঁকে সেবো করার সিদ্ধান্ত নতিে পারো। তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তি তাঁকে সমর্পণ করতে পার; তখন তনি তোমার মধ্যে কাজ করবনে, যনে তুমি তাঁর সদচ্ছা অনুযায়ী ইচ্ছা করো ও কাজ করো। এভাবে তোমার সমগ্র প্রকৃতি খ্রিস্টরে আত্মার নিয়ন্ত্রণরে অধীন হবে; তোমার স্নহে-ভালোবাসা তাঁর ওপরই নবিষ্টি হবে, তোমার চিন্তাভাবনা তাঁর সঙগে সামঞ্জস্যে থাকবে।"

পৌল এসব সত্য জানতনে এবং তনি জানতনে যে নিজরে নম্ন স্বভাবকে নিজরে উচ্চতর স্বভাবরে দ্বারা নিজরে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগরে মাধ্যমে বশে রাখা প্রয়োজন ছিলি। এই কারণেই পৌল প্রতদিনি মরতনে।

আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বশি়ে যে গর্ব আমার আছে, তার দ্বারা শপথ করে বলছি, আমি প্রতদিনি মরি। ১ করিন্থীয় ১৫:৩১।

পৌল জানতনে যে, নিজরে নম্ন প্রকৃতকি বশে রাখতে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তাকে প্রতদিনি ক্রুশবদিধ করা তাঁর প্রয়োজন ছিলি। অতএব তনি তাঁর মাংসকে ক্রুশবদিধ করলনে।

যারা খ্রীষ্টরে, তারা শরীরকে তার কামনা ও বাসনাসহ ক্রুশবদিধ করেছে। গালাতীয় ৫:২৪।

পৌল জানতনে, তাঁর পাপী মাংস খরষ্টরে দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত মানবজাতির মধ্যে বদ্যমান থাকবে; তখন বশ্বিস্তগণ চোখে পলকে এক নতুন মহামায় দহে প্ৰাপ্ত হবনে। এই কারণেই ১৭৯৮ সইে ছেলেলশি বছরে সময়সীমার ভিত্তিকে চহ্নিতি করে, যার উপর মলিারপন্থী মন্দরি স্থাপতি হযেছিল; কারণ খরষ্ট, যনি একমাত্র ভিত্তি, তনিহি সইে মেষশাবক, যনি ভিত্তি হতেই বধ হযেছিলনে। উত্তর রাজ্যটি ছিল দহে, যা পাপরে মাধ্যমে মানবজাতির উপর আধিপিত্য লাভ করেছিল এবং নিজেকে কৃত্রিম উত্তর রাজ্য রূপে উন্নীত করেছিল। ১৮৪৪ সালে, যোহনকে অঙগনটিকে "বাহরি রেখে দতি" বলা হযেছিল; যার অর্থ, গুরকি ভাষায়, নীচতর প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করা—যে নীচতর প্রকৃত ঈশ্বর তাঁর নাম স্থাপনের জন্য নরিবাচতি উচ্চতর প্রকৃতির উপর আধিপিত্য নযিছিল—এবং ১৭৯৮ সালে, মাংস (নীচতর প্রকৃতি) "আবগে ও বাসনা"-সহ ক্রুশবদিধ হওয়ার কথা ছিল।

ভিত্তিমূলে, খরষ্টরে দহে ক্রুশবদিধকালে মরে গযিছিল, কারণ তনি জীবতিদরে মধ্য থেকে বচিছনিন করা হযেছিলনে। তখন দক্ষণি রাজ্য এক রাজা-সহ এক জাত হওয়ার কথা ছিল, ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদধ, এবং এমন এক জাত, যাদরে মধ্য ঈশ্বরের পবতিরস্থান থাকবে। পংকতির পর পংকতি, "সাত বার" এখন "কোণরে প্রধান পাথর" হযে উঠছে, কারণ ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরে থেকে ঈশ্বর তাঁর "উত্তররে বাহনী"কে একটা নিশানরূপে উত্থাপন করে আসছনে। সইে বাহনী এক জাত হওয়ার কথা, এবং সইে জাত কেবল তাঁরই প্রতচ্ছবি প্রতফিলতি করবে, এবং তা ঘটবে ঠিক সইে সময়ে, যখন শয়তান তার "শংি"—যা জন্তুর প্রতমুরতি—উত্থতি করছে। ইজকেযিলে বইয়ের সাইত্রশিতম অধ্যায়ে চার বাতাসরে বার্তা তাদরে উপর শেষে বৃষ্টির বার্তা শ্বাসরে মতো চলে দেযে, যারা তখন সইে বাহনী হসিবে দাঁড়যিে যায়। চার বাতাসরে বার্তাই সপ্তম তুর্যধ্বনরি বার্তা; সখোনইে ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হয।

মোহারকরণরে সমাপনী কার্য ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর আরম্ভ হযেছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লশি হাজাররে মোহারকরণরে কাল সপ্তম তুর্যধ্বনরি সময় সম্পন্ন হয, এবং মোহারকরণরে প্রক্রিয়া চলাকালীন সইে তুর্য তনিবার ধ্বনতি হয। এটি সিবদা মহমির দেশরে বরিদধে ইসলামরে এক আঘাতকে চহ্নিতি করে। আধুনকি আত্মকি 'মহমির দেশ' ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরে আঘাতপ্ৰাপ্ত হযেছিল, এবং প্ৰাচীন আকসরকি 'মহমির দেশ' ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর আঘাতপ্ৰাপ্ত হযেছিল, সইে বছরই নহিত দুই সাক্ষী পুনরুজ্জীবতি হযেছিলনে। তৃতীয় আঘাতটি যুক্তরাষ্টরে শীঘ্র আগত রববিার-আইনরে সময় সংঘটিত হবো।

২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর হইতে, ভূমি-উদ্ভূত জন্তুর রপিাবলকান শংি ও সত্য প্ৰোটসেট্যান্ট শংি, প্রত্যেকেটি এমন এক শংিয়ে নিজ নিজ চূড়ান্ত রূপান্তর সম্পন্ন করতিছে, যাহা আসন্ন রববিার-আইনরে সময়ে ড্রাগনরে ন্যায় অথবা মেষশশির ন্যায় কথা কহে। পৃথিবীর ইতিহাসরে সমাপনী ঘটনাবলরি সময়ে সংঘটিত মহাসংঘর্ষে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যকি প্রতাপিক্ষরে দুইটা প্রকাশ, উভয়ই দানযিলে গুরন্থরে একাদশ অধ্যায়রে চল্লশিতম পদে উপস্থাপতি ইতিহাস-পর্বরে মধ্যইে অবস্থতি। দুই শংিয়ে এই দুইটা চূড়ান্ত বকিাশ সপ্তম তুর্যধ্বনরি সময়ে সম্পন্ন হয। সপ্তম তুর্য তনিটা হায়-তুর্যরে তৃতীয়টি।

তনিটা 'হায়' ভবষিযদ্বাণীর ত্রবিধি প্রয়োগকে উপস্থাপন করে, এবং তদ্বারা তারা ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এর পথনরিদেশক চহ্নিনরে এক দৃঢ় সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রথম 'হায়' ও দ্বিতীয় 'হায়' উভয় ক্ষত্রেই ইসলামরে যুদ্ধকার্য পরচিলতি হযেছিল রোম—যা অন্তিমি কালে যুক্তরাষ্ট্র—এর সনোবাহনীর বরিদধে; যার সাক্ষ্য মলে ১৯৮৯ সালে খরষ্টবরিোধী (পোপ জন পল দ্বিতীয়) এবং মথিয়া নবী (রোনাল্ড রোগান)-এর মধ্যগোপন জোটরে

ফলে সাধতি সোভয়িতে ইউনয়িনরে পরাজয়।

প্রকাশতি বাক্ষরে নবম অধ্যায়ে বরণতি প্রথম হায়ে পাঁচ মাসরে একটা সময়-ভবষিযদ্বাণী রয়ছে, অর্থাৎ একশ পঞ্চাশ বছর। দ্বিতীয় হায়ে তনিশ একানব্বই বছর এবং পনরে দিনরে একটা সময়-ভবষিযদ্বাণী রয়ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় হায়ে প্রতিনিধিত্বকারী দুই ঐতিহাসিকি পরবে ইসলাম য়ে রোমবরোধী যুদ্ধ পরচালনা করছেলি, উভয় সময়-ভবষিযদ্বাণী সটেকিই প্রতিনিধিত্ব করে। এই দুই ভবষিযদ্বাণী যুদ্ধরে দুই ভিন্ন পরণিতা নিরিদশে করে। ভবষিযদ্বাণী অনুসারে প্রথম একশ পঞ্চাশ বছরে ইসলাম রোমকে 'ক্ষতসাধন' করবে, এবং তনিশ একানব্বই বছর ও পনরে দিনরে ভবষিযদ্বাণীতে ইসলাম রোমকে 'বধ' করবে। এই দুই ভবষিযদ্বাণী পরস্পর সরাসরি সংযুক্ত ছিলি। রোমকে 'ক্ষতসাধন' করার জন্য নিরিধারতি ঐ একশ পঞ্চাশ বছরে অবসান চহ্নিতি করছেলি সেই তনিশ একানব্বই বছর ও পনরে দিনরে সূচনা, যার মধ্যে ইসলাম রোমকে 'বধ' করবে। ঐ একশ পঞ্চাশ বছরে সমাপ্তি এবং তনিশ একানব্বই বছর ও পনরে ৩ সূচনা দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় হায়ে পৃথকীকৃত হয়ছে।

অচরিই আসন্ন রববিার-আইন কার্যকর হওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের আর বাইবলৌয় ভবষিযদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য থাকে না, এবং তখনই ভবষিযদ্বাণীমতে সটে "হত্যা" করা হয়। প্রকাশতি বাক্ষ গ্রন্থরে একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত "মহা ভূমকিম্প"-এর সময় হলো অচরিই আসন্ন রববিার-আইন, এবং সেই সময় উপস্থতি হল ইসলামরে সপ্তম তুর্য ও উপস্থতি হয়। এটি আগমন করে ষষ্ঠ রাজ্যরে পরসিমাপ্তি, অর্থাৎ তার মৃত্যু চহ্নিতি করত; আর সেই ষষ্ঠ রাজ্য হলো শেষকালে রোমরে সনৈষবাহিনী। ঐ মৃত্যুর পূর্বে একশ পঞ্চাশ বছর ধরে ইসলাম রোমরে বাহিনীগুলকি আঘাত করে আসছিলি। প্রধানধারার সংবাদমাধ্যমরে তথ্যমতে—যারা আধুনিকি বশিবে উগ্র ইসলামরে কার্যকলাপকে খাটো করে দেখাতে উদ্যোগী—২০২৩ সালরে ৭ অক্টোবর থেকে, এবং এই নবিন্ধ রচনার তারখি ২০২৪ সালরে ১২ ফেব্রুয়ারি পির্যন্ত, ইসলাম সারা বশিবজুড়ে মার্কনি স্বার্থরে বিরুদ্ধে একশ পঁয়ষট্টিটি আক্রমণ পরচালনা করছে।

ইসলামরে দ্বারা রোমরে সনোবাহিনীর ক্ষতসাধনরে একশত পঞ্চাশ বছর, যা প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়ে'-এ রোমরে সনোবাহিনীর নিহিত হওয়ার দকিে নিযে যায়, তৃতীয় 'হায়ে'-এর ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়; কারণ ভবষিযদ্বাণীর ত্রবিধি প্রয়োগ এভাবেই কার্যকর হয়। সপ্তম তুর্যধবনি, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে মোহরকরণ, যা সেই সময়, যখন ঈশ্বরতবরে সঙ্গে মানবতবরে সংযুক্তি ঘটে, যা দুই দণ্ডরে সংযুক্তরি দ্বারা প্রতীকায়তি, এর তনিটী পথচহ্নি রয়ছে। প্রথমটি আধ্যাত্মকি সুন্দর দশে, এবং শেষটি আধ্যাত্মকি সুন্দর দশে। মধ্যবর্তী পথচহ্নিটী হিলো আক্ষরকি সুন্দর দশে।

২০২৩ সালে তৃতীয় 'হায়ে'-এর সতর্কতামূলক তুরীর দ্বিতীয় নিদি ইসলামরে যুদ্ধতৎপরতার তীব্রতাবৃদ্ধকি চহ্নিতি করল, কারণ সটে এমন এক পর্যায়ে প্রবেশ করছেলি যখনে তা পৃথিবীর জন্তুক "আঘাত" করবে। সে একই বছরে রপিবলকিন শৃঙ ও সত্য প্রোটস্টেয়ান্ট শৃঙ—এই দুই সাক্ষীই—পুনর্জীবন লাভ করল এবং পারস্পরিকভাবে তাদের চূড়ান্ত প্রতীকী শৃঙে রূপান্তরে প্রক্রিয়া আরম্ভ করল। রপিবলকিন শৃঙরে ক্ষত্রে, এটি ছিল সকল ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেয়ান্ট শক্তরি সঙ্গে সকল ধর্মত্যাগী রপিবলকিন শক্তরি সমন্বয়—যাতে একটি মাত্র শৃঙ গঠতি হয়, যা জন্তুর প্রতিমূর্তি। সত্য প্রোটস্টেয়ান্ট শৃঙরে ক্ষত্রে, শৃঙটি চহ্নিতিরে লাওদকীয় থেকে ফলিডলেফীয়ে রূপান্তরতি হওয়ার প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরতবরে সঙ্গে মানবতবরে সমন্বয় ঘটছেলি, যতে জন্তুর প্রতিমূর্তরি বপিরীতটি প্রতফিলতি হয়। ২০০১ সালরে বাইশ বছর পরে ২০২৩ সাল আসে; অতএব এটি

ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলনের প্রতীকী সংযোগকে উপস্থাপন করল।

এই সমস্ত ইতিহাস দানযিলে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশ নম্বর পদে সংঘটিত হয়; এই পদটাই ১৯৮৯ সালে সীল খোলা হয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলি, যার প্রতীক হৃদয়কে নদী। এই পদে ভবিষ্যদবাণীমূলক ইতিহাসে অতপিবতির স্থানরে চূড়ান্ত কাজটিও সমাপন হয়; এটি সেই আলো, যা ১৭৯৮ সালে সীল খোলা হয়েছিলি এবং যার প্রতীক উলাই নদী। চল্লিশ নম্বর পদে সূচনা ১৭৯৮ সালের শেষে সময়কে চিহ্নিত করে, এবং পদের সমাপ্তি ১৯৮৯ সালের শেষে সময়কে চিহ্নিত করে; এবং চল্লিশ নম্বর পদে ইতিহাসে উভয় নদী একত্রে মিলিত হয়, যমেন টগ্গিসি ও ইউফ্ৰটেসি (উলাই ও হৃদয়কে) পারস্য উপসাগরে পৌঁছানোর ঠিক আগে মিলিত হয়।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

সদাপ্রভু ঈশ্বরের আত্ম আমার উপর আছে; কারণ প্রভু আমাকে নম্রদের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য অভিষিক্ত করছেন; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের ক্ষত বঁধে দিতে, বন্দীদের জন্য মুক্তি ঘোষণা করতে, এবং আবদ্ধদের জন্য কারাগারের দ্বারোন্মোচন করতে; প্রভুর অনুগ্রহের বর্ষ ঘোষণা করতে, এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রত্যাশায় দিনে ঘোষণা করতে; সকল শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা দিতে; সিয়োনে শোককারীদের জন্য স্থান করতে— তাদেরকে ছাইয়ের পরবর্ত্তে শোভা, শোকারে পরবর্ত্তে আনন্দের তলে, বর্ষগ্নতার আত্মার পরবর্ত্তে স্তবেরে বস্ত্র দিতে; যেন তারা ধার্মিকতার বৃক্ষসমূহ নামে অভিহিত হয়, প্রভুর রোপণ, যাতে তিনি মহামানব হন।

আর তারা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পুনরনির্মাণ করবে, পূর্বকালীন উজাড়স্থানসমূহ পুনরায় স্থাপন করবে, বহু প্রজন্ম ধরে উজাড় হয়ে থাকা নগরীগুলি তারা মরোমত করবে। আর পরদেশীরা দাঁড়িয়ে তোমাদের পশুপাল চরাবে, এবং বদেশীদের পুত্রেরা হবে তোমাদের হালচাষী ও দ্রাক্ষালতার পরচির্যাকারী। কিন্তু তোমাদের 'প্রভুর যাজক' বলে ডাকা হবে; মানুষ তোমাদের 'আমাদের ঈশ্বরের শুরুরক' বলবে; তোমরা অন্যজাতদের ঈশ্বর্য ভোগ করবে, এবং তাদের গৌরবে তোমরা গর্ব করবে। তোমাদের লজ্জার পরবর্ত্তে তোমরা দ্বিগুণ প্রাপ্য পাবে; এবং লাঞ্ছনার পরবর্ত্তে তারা তাদের অংশে আনন্দ করবে; অতএব তাদের দশে তারা দ্বিগুণ অধিকার লাভ করবে; তাদের জন্য চরিস্থায়ী আনন্দ থাকবে।

কারণ আমি, প্রভু, ন্যায়বিচার ভালোবাসি; দগ্ধ-বলির জন্য লুণ্ঠনকে আমি ঘৃণা করি; এবং আমি সত্যে তাদের কাজ পরিচালনা করব, আর তাদের সঙ্গে শাস্ত চুক্তি স্থাপন করব। তাদের বংশধর অন্যজাতদের মধ্যে পরিচিতি হবে, এবং তাদের সন্তানসন্ততি লোকসমাজের মধ্যে; যারা তাদের দেখবে, সকলে এ কথা স্বীকার করবে যে, তারা সেই বংশ, যাদের প্রভু আশীর্বাদ করছেন। আমি প্রভুতে অত্যাশ্রিত আনন্দ করব, আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরে উল্লসিত হবে; কারণ তিনি আমাকে পরিত্রাণের বস্ত্রেরে পরিয়েছেন, তিনি আমাকে ধার্মিকতার আরণে আচ্ছাদিত করছেন—যমেন বর অলংকারে নিজেকে সজ্জিত করে, এবং যমেন কনে তার রত্নাদি দ্বারা নিজেকে সুশোভিত করে। কারণ যমেন ভূমিতার অঙ্কুর উত্পন্ন করে, এবং যমেন উদ্যান তাকে বপতি যা কিছু, তাকে অঙ্কুরিত করে তোলে, তমেনা প্রভু ঈশ্বর সমস্ত জাতের সম্মুখে ধার্মিকতা ও স্তবকে অঙ্কুরিত করে তুলবেন। ইশাইয়া ৬১:১-১১.